দণ্ডভেদ-২

রাত্রিহরণ

মুহাম্মদ জাহিদ হোসাইন

একমাত্র পরিবেশক
এশিয়া পাবলিকেশনস
৩৮/২ক বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট), ৩য় তলা, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

সেসব ভাই-বোনের প্রতি, যারা যতই জেনাহ্‌র মতো অশ্লীল পরিবেশে থাকুক না কেন, নিজেদের ইমান তারা ঠিকই হেফাজত করতে পারে।

সেসব ভাই-বোনের প্রতি, যাদের সামনে ফেসবুক নিউজফিডে যতই অশ্লীল পোস্ট আসুক না কেন, তারা ঠিকই সেটা স্কিপ করতে পারে।

সেসব ভাই-বোনের প্রতি, যারা নিজেদেরকে অশ্লীলতা থেকে হেফাজতে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত নফস্‌ের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

ভূমিকা

দণ্ডভেদ—১ আমি পড়িনি। গত বইমেলায় আমার লেখা থ্রিলার হেল্পিং হ্যান্ড এবং মুহাম্মদ জাহিদ হোসাইনের দণ্ডভেদ একই প্রকাশনী থেকে বের হওয়ায় বই এবং লেখকের নামটা আমার প্রথম চোখে পড়ে। কিন্তু পড়ব পড়ব করেও বইটা আর পড়া হচ্ছিল না।

লেখকের সাথে পরিচয় এ বছর একটা অনলাইন প্রোগ্রামের সময়। জাহিদ বয়সে তরুণ। হয়তো অতিসম্প্রতি লেখালেখি শুরু করেছেন। এই ছেলে আবার কীসের থ্রিলার লিখবে! এমনটা ভেবে তখনই তার লেখা প্রথম থ্রিলার পড়ার চিন্তাটা বাতিল করে দিলাম।

তারপর এই কিছুদিন আগে তিনি তার আগামী বইয়ের ভূমিকাটা লিখে দিতে অনুরোধ করলে আমি আর না করতে পারলাম না। তবে শর্ত জুড়ে দিলাম আগে আমাকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিতে হবে। তাকে বললাম, "আমি সম্পূর্ণ গল্পটা পড়ার পর ভালো লাগলে তবেই লিখব।" জাহিদ সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। তার পাণ্ডুলিপিটা আমার হাতে তুলে দিলেন। "কী জানি কত পৃষ্ঠা পড়তে পারব"— এই সন্দেহ নিয়ে গল্পটা পড়া শুরু করলাম। শুরুতে ভেবেছিলাম আমার শত শত ফেলে রাখা গল্পের মতো এই গল্পটাও হয়তোবা পড়ে শেষ করতে পারব না। কিন্তু না! আমার ভাবনাটা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিথ্যা প্রমাণিত হলো। দণ্ডভেদ—২ এর পাণ্ডুলিপি পড়া শেষ হলো!

ভালো লিখেছেন জাহিদ হোসাইন। বেশ ভালো। ক্রাইম থ্রিলার লেখা আমার কাছে খুব কঠিন একটা বিষয়। থ্রিলারে একটা জমাট গল্প থাকতে হয়, ধূর্ত ও ভয়ানক একজন ভিলেন থাকতে হয়, একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার যুক্তিসংগত সম্পর্ক থাকতে হয়, সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে এমন একটা হিরো থাকতে হয়। এছাড়াও 'স্পয়লার' নামক একটা শব্দ আছে—

যেকোনো একটা বাক্য বা শব্দে সেই 'স্পয়লার' থেকে গেলে পুরো রহস্যটাই মাটি হয়ে যায়। তাই সেই স্পয়লারের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হয়। আর শেষের দিকে মাথা খারাপ করা একটা ট্যুইস্ট থাকতে হয়। এতকিছুর দিকে খেয়াল রাখতে হয় বলে একটা সফল থ্রিলার লেখা বেশ কঠিন। লেখক মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন সেই কঠিন কাজটা বেশ সাবলীলভাবেই করতে পেরেছেন। তাকে অভিনন্দন।

—কয়েস সামী

১ম পর্বের সারসংক্ষেপ

- আলিপুরে মিলছে স্বনামধন্য নেতাদের লাশ। খুনের দায় স্বীকার করেছে 'কাস্তিগো' নামের এক সিরিয়াল কিলার। প্রতিটি লাশের পাশে 'কাস্তিগো' নিজেই রেখে যাচ্ছে কিছু ক্লু। এই কেসের তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় ওসি হিমাদ্রি এবং এসআই মহিউদ্দিনকে।
- ফ্লাইয়ার কোম্পানিতে মি. আরিয়ানের অধীনে চাকরি করে ৩ বন্ধু আব্দুল্লাহ, ঐশী এবং নূর। কিন্তু তাদের মনের ভেতর প্রিয় বন্ধু কিয়াসকে হারানোর বেদনা। মূলত ১২ বছর আগে একটি বম্ব ব্লাস্টে মারা যায় কিয়াস।
- অনেক তদন্তের পরেও হিমাদ্রি এবং পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কোনোভাবেই কাস্তিগোর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারছে না। প্রতিটি খুনের পর কাস্তিগো ক্লু ছেড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়ার মতো কোনো ক্লু সে রাখে না।
- পরবর্তীতে হিমাদ্রি তদন্ত করে জানতে পারে ৩ বন্ধু আব্দুল্লাহ, ঐশী এবং নূরের মারা যাওয়া সেই কিয়াসের খুনি হলো সম্প্রতি খুন হওয়া সেই নেতারা। শুধু তাই নয়, সেই স্বনামধন্য নেতারা কিয়াসের মা-বাবাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কিন্তু কিয়াস তো ১২ বছর আগেই মারা গিয়েছে। তাহলে এই কাস্তিগো আসলে কে?
- কাস্তিগো নিজেই হিমাদ্রির সামনে এসে নিজেকে এক্সপোজ করল। নিজেই উদ্‌ঘাটন করল নিজের রহস্য। But in Style... কাস্তিগো হলো ১২ বছর আগে মারা যাওয়া সেই কিয়াস। অর্থাৎ, কিয়াস মারা যায়নি। মি. আরিয়ান-এর ছদ্মবেশ ধারণ করে এতবছর সে সবার সামনেই ছিল।
- খুন হওয়া সেই স্বনামধন্য নেতারা ছিল মূলত দুর্নীতিবাজ। তারা দেশের মানুষের সামনে আইডল সাজে ঠিকই। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তারা তাদের সবরকম কুকর্ম পরিচালনা করে। তাই

কিয়াস 'কাস্তিগো' সেজে সমাজের আসল অপরাধীদের একে একে হত্যা করে। কাস্তিগোর উদ্দেশ্য হলো সমাজে যারা গুরুতর অপরাধ করবে, কাস্তিগো তাদের হত্যা করবে। কাস্তিগোর উদ্দেশ্য সৎ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে হিমাদ্রি কাস্তিগোর কেস ধামাচাপা দিয়ে দেয়।

- খেলা এখানেই শেষ নয়। শেষে হিমাদ্রিকে উদ্দেশ্য করে কাস্তিগো বলেছিল, "আমার টার্গেটের সাথে আপনার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত"। এই কথা দ্বারা কাস্তিগো আসলে কী বুঝিয়েছে তা হিমাদ্রি মোটেও বুঝেনি।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

দেশে শৈত্যপ্রবাহ কমে গেল। শহরে তো কেউই সোয়েটার পরার প্রয়োজনবোধ করছে না এখন আর। তবে আলিপুর যেহেতু উপজেলার দিকে, তাই এখানে এখনো অনেকটা শীত বিরাজমান।

রাত প্রায় ২টা, আলিপুরের মহাসড়ক বেশ ফাঁকা। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট বাস এবং সিএনজি চলাচল করছে। বলে রাখা ভালো, আলিপুরের এই মহাসড়কটি শুরু হয় পটিয়ার ক্রসিং থেকে এবং শেষ হয় কুতুবদিয়ার মেঘনা ঘাটে। আর এই সড়কের পাশে সারি সারিভাবে রয়েছে বেশ কিছু বড় বড় গাছ যা সড়কে সূর্যের আলো এবং বৃষ্টি থেকে কিছুটা ছাউনি হিসেবে কাজ করে। রাতের আঁধারে গাছের ডালে ছুটাছুটি করছে একটি কাঠবিড়ালি। এরই মাঝে সড়কে হঠাৎ ফুল স্পিডে একটি কার গাছটিকে অতিক্রম করল।

এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিল বেশ কিছুদিন হলো। আর কদিন পরেই কলেজের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস। তাই এই ক'টা দিন একটু চিল করতে চায় মুনতাসির, তামিম, খুবাইব এবং অমিত। তাদের গন্তব্য সাজেক। সকাল সকাল সাজেক পৌঁছে যেতে চায় তারা। এজন্য এত রাতে তারা আলিপুর থেকে রওনা হয়েছে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশে। চট্টগ্রাম শহর থেকে সরাসরি সাজেকের উদ্দেশে রওনা হবে তারা।

গাড়িটি একদম ফুল স্পিডে আলিপুর অতিক্রম করার পথে। সড়ক একদম নিরিবিলি। চারদিকে অন্ধকার। তাদের গাড়ির হেডলাইটের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

৪ বন্ধু গাড়িতে একসাথে গান করছে,
মীরাবাঈ

হেইলা দুইলা, হেইলা দরবার নাচায়
মীরাবাঈ
হেইলা দুইলা, হেইলা দরবার নাচায়
ঝাকানাকা ঝাকানাকা ঝাকানাকা দেহ দোলা না
মন বলে মন বলে মন বলে দেহ ঝোঁকা না
বাঁকা ঠোঁটের হাসিতে
হরিণী চোখের ইশারায়
সারা অঙ্গে ঢেউ তুলিয়া
থমক থমক কোমর দুলাইয়া
মীরাবাঈ
হেই ঝাকানাকা ঝাকানাকা দেহ দোলা না
মন বলে, মন বলে, মন বলে দেহ ঝোঁকা না

হঠাৎ ধুম করে একটা শব্দ হলো। ড্রাইভার গাড়ির ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছে। শূন্যে ভাসতে লাগল গাড়িটি। গাড়ির ভিতরের ব্যাগসহ সব জিনিসপত্র এবং ৪ বন্ধু শূন্যে ভাসতে লাগল। শূন্য থেকে মাটিতে পড়তেই পুরো গাড়িটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

রাস্তার ঠিক মাঝখানে উল্টো হয়ে পড়ে আছে গাড়িটি। গাড়ির গ্লাস সব টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চাকা ৪টি এখনো ঘুরছে আস্তে আস্তে। গাড়ির ভিতর আহত অবস্থায় পড়ে আছে ৪ বন্ধু মুনতাসির, তামিম, খুবাইব, অমিত এবং তাদের গাড়ির ড্রাইভার। তাদের সবার শরীর থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছে। কিছুক্ষণ পরেই আস্তে আস্তে করে লোকজন জড়ো হতে থাকে ঘটনাস্থলে।

আর কিছুক্ষণ পরেই নিউজ চ্যানেলের হেডলাইন হয়ে যায়, "আলিপুরে আনোয়ারা—কুতুবদিয়া মহাসড়কে গাড়ি উল্টে আহত ৪ বন্ধু এবং গাড়িচালক।

অন্ধকার রাত। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। আবহাওয়া একদমই ঠান্ডা। কিন্তু ছেলেটির গলা এবং কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরছে। বয়স মাত্র দশ। একটি লাল শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে তার রুমের দরজার পাশে। দরজাটি বাহির থেকে বন্ধ করা। তাই বের হতে পারছে না সে। থরথর করে কাঁপছে সে। আকাশে কিছুক্ষণ পরপর বজ্রপাত হয়। একটু বৃষ্টি হলেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যার কারণে পুরো ঘরটা আঁধার হয়ে আছে। ঘরে বজ্রপাতের আলো ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দরজার ওপাশ থেকে একটু করে কান্নার আওয়াজ আসছে। ছেলেটির ১৫ বছর বয়সি বড় বোনের কান্নার আওয়াজ। কান্না ছাড়া আর কোনো শব্দ শুনতে পারছে না ছেলেটি।

ছেলেটি বারবার তার বোনকে ডাকছে, "আপা, কী হয়েছে আপা? কাঁদছো কেন আপা?"

দরজার ওপাশ থেকে কান্না ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

আবারো ডাকছে সে, "আপা, ও আপা—কিছু বলছো না কেন?"

কোনো উত্তর নেই। "আপা এমন করছো কেন কিছু তো বল।"

না, কান্না ছাড়া কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এই কান্নার আওয়াজ ধীরে ধীরে আরো তীব্র হচ্ছে। আরো বেদনাদায়ক হচ্ছে। এই কান্নার তীব্রতা এতই গভীর হচ্ছে যে, ছেলেটি আর সহ্য করতে পারছে না। এই কান্না ব্যথার। এই কান্না বেদনার। এই কান্না কষ্টের। বারবার ডাকা সত্ত্বেও ওপাশ থেকে কান্না ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

এবার ছেলেটি খুব ভয় পেতে শুরু করল। খুব ভয় হচ্ছে তার।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ থেমে গেল। কোনো শব্দ আসছে না আর। এবার ছেলেটির ভয় আরো বেড়ে গেল। 'আপা, আপা' বলে চিল্লাতে থাকল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। এবার ছেলেটি কাঁদতে শুরু করল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওসি হিমাদ্রির। কী ভয়ংকর স্বপ্ন ছিল। হিমাদ্রির গলা বেয়ে ঘাম ঝরছে। কিন্তু এটি কোনো স্বপ্ন নয়। এটি ছিল ভয়ংকর এক অতীত। হিমাদ্রি শত চেষ্টা করে তার অতীতকে ভুলে যাওয়ার। কিন্তু সেই ভয়ংকর অতীত কোনোভাবেই তার পিছু ছাড়ে না। স্বপ্নে এসে হলেও সেই অতীত বারবার তাকে তাড়না দেয়। আর এই তাড়নার কারণে সেই ভয়ংকর অতীতের পর থেকে কখনো কাউকে আপন করতে পারেনি ওসি হিমাদ্রি। কেননা হারানোর চেয়ে হারানোর ভয়টা মানুষকে একটু বেশি যন্ত্রণা দেয়। আর হিমাদ্রি জানে যে, সে যদি কাউকে আপন করে নেয় তবে তাকে হারানোর ভয় তার মনের ভেতর ঘর বাঁধবে।

গায়ের ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে লুঙ্গি ঠিক করে নিল। শীত চলে গেলেও সকাল সকাল একটু ঠান্ডা বাতাস বয়। যার কারণে হিমাদ্রি কাঁথাটি ঘুমোনোর সময় সাথেই রাখে। তার বালিশের পাশেই ছিল তার স্মার্টফোন। হাতে নিয়েই ওয়াইফাই অন করে ঢুকে পড়ল ফেসবুক নিউজফিডে। প্রথমেই তার সামনে যে পোস্টটি আসলো 'এবার অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশ হয়েছে চট্টগ্রামের তরুণ লেখক মুহাম্মদ জাহিদ হোসাইনের ১ম বই 'মোরাল অফ দ্যা স্টোরি'। বইটি প্রকাশ করেছে অনুজ প্রকাশন।" এরপর হিমাদ্রি নিউজফিড আরেকটু স্ক্রল করল। তখন সে একটি নিউজ পোর্টালের প্রতিবেদনে দেখতে পেলো 'আলিপুর—আনোয়ারা মহাসড়কে একটি কার দুর্ঘটনায় আহত ৪ বন্ধু এবং ড্রাইভার।' নিউজটি পড়তেই কিছুটা বিরক্তিবোধ করল হিমাদ্রি। বর্তমানে এদেশে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েই চলছে। খুবই দুঃসাহসের সাথে চালায় তারা গাড়ি।

ফেসবুক স্ক্রল করতে গিয়েই হঠাৎ ফোনে রিং বেজে উঠল। থানা থেকে এস আই মহিউদ্দিন কল দিচ্ছে। হিমাদ্রি কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে মহিউদ্দিন বলল, "স্যার আজ রাতে আলিপুর—আনোয়ারা মহাসড়কে একটা কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।"

হিমাদ্রি মুখে হাই তুলে বলল, "হ্যাঁ এইমাত্র ফেসবুকে দেখলাম নিউজটি।"

"স্যার আপনাকে একটু কষ্ট করে ঘটনাস্থলে আসতে হবে।"

হিমাদ্রি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, "কি ভাই? আমাকে কি এখন একটা এক্সিডেন্ট কেসেও তদন্ত করতে হবে?"

"স্যার অ্যাক্সিডেন্ট সিনে আমরা অস্বাভাবিক কিছু একটা পেয়েছি। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ নিড টু সি দিস।"

হিমাদ্রি আর কিছু বলল না। ফোন কেটে দিল। তারপর সে ভাবল মহিউদ্দিন যেহেতু নিজেই ফোন দিয়েছে তাহলে নিশ্চয় অস্বাভাবিক কিছু আছে। জলদি বিছানা থেকে উঠে রেডি হয়ে গেল হিমাদ্রি।

বেশ তড়িঘড়ি করে ক্রাইম সিনে পৌঁছে গেল হিমাদ্রি। মহাসড়কের একপাশে ক্রাইম সিনের ফিতা লাগিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। অন্যপাশ দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো অ্যাক্সিডেন্ট কেসে তো ক্রাইম সিনের ফিতা লাগানো হয় না। আর গাড়িটি যেখানে পড়ে আছে সেখানে ফিতা না লাগিয়ে লাগানো হলো অন্যপাশে। ব্যাপারটা হিমাদ্রিকে একটু ভাবাল।

এরই মধ্যে হিমাদ্রির সামনে এসে হাজির হলো এসআই মহিউদ্দিন। হিমাদ্রি কিছু একটা বলতে গেলে মহিউদ্দিন তাকে থামিয়ে বলল, "স্যার আমি জানি আপনি কী বলতে চাচ্ছেন। চলুন আমার সাথে।"

তারা দুজনেই ক্রাইম সিনের ফিতা ডিঙিয়ে ফিতার ভিতরের সার্কেলে ঢুকে পড়ল। ভিতরে ঢুকতেই হিমাদ্রি যা দেখল তা দেখতেই যেন তার চোখ কপালে উঠল। মহাসড়কেই একটা গর্ত। না গর্ত বললে ভুল হবে। বলা যায় একটি কবর। কারণ গর্তটির সাইজ কবরের মতোই। আর সেই কবরের মধ্যে শুয়ে আছে একটি তরুণীর উলঙ্গ লাশ।

লাশের পেট কাটা। পেটের মাঝখানে বড় করে ছিদ্র করা। দেখে মনে হচ্ছে পেট কেটে ছিদ্র করে ভিতর থেকে মাংস বের করে ফেলা হয়েছে। এভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় এমন দৃশ্য দেখতে হবে তা মোটেও আশা করেনি হিমাদ্রি। বেশ অস্বস্তি বোধ করছে হিমাদ্রি। বমি বমি ভাব। হিমাদ্রি দৌড়ে ফিতা থেকে বেরিয়ে পড়ল। হিমাদ্রি জীবনে অনেক ক্রাইম সিন্ সামলেছে। কিন্তু এভাবে অপ্রস্তুতভাবে এমন জঘন্য কোনো লাশের মুখোমুখি হতে হয়নি তাকে। চোখ লাল হয়ে গেল তার। মহিউদ্দিনের দিকে চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, "পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করো।"

কেবিনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে হিমাদ্রি। লাশের দৃশ্যটি এখনো কল্পনা থেকে ফেলতে পারছে না সে। জীবনে অনেক রেপ মার্ডার কেস সামলেছে সে। কিন্তু একটি কেসেও লাশের অবস্থা এমন ভয়ংকর ছিল না।

মহিউদ্দিন কেবিনে এসে হাজির হলো। হাতে একটি ফাইল। ফাইল থেকে কিছু ছবি বের করে হিমাদ্রির টেবিলের সামনে রেখে বলল, "স্যার ক্রাইম সিনের কিছু ছবি।"

হিমাদ্রি ছবিগুলো একটা একটা করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। একটা ছবিতে দেখা গেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পড়ে থাকা গাড়ির ছবি। একটি ছবিতে দেখা গেল কবরের ছবি। একটিতে দেখা গেল কবরের গর্তের ছবি। একটিতে দেখা গেল রাস্তায় কিছু স্কেচের ছবি। আরেকটিতে দেখা গেল লাশের ছবি। হিমাদ্রি কবর এবং রাস্তার স্কেচের ছবিটি মহিউদ্দিনের দিকে দেখিয়ে বলল, "গাড়িটির চাকা নিশ্চয় হঠাৎ এই কবরের সাথে লেগে ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে যায়।"

"ঠিক ধরেছেন স্যার। কিন্তু প্রশ্ন হলো এত রাতে এত কম সময় এমন একটা মহাসড়কের পাশে এভাবে কবর খুঁড়ল কে? কারো কি চোখে পড়ল না?"

"হুম ভাবার ব্যাপার এটা।"

মহিউদ্দিন লাশের ছবিটি হাতে নিয়ে বলল, "স্যার নিউজ চ্যানেলে শোনা যাচ্ছে মেয়েটিকে নাকি ধর্ষণ করা হয়েছে। তা-ই যদি হয়, তাহলে পেট থেকে এভাবে মাংস বের করে ফেলা হয়েছে কেন?"

"হয়তো খুনি ধর্ষণ করে মেয়েটির বডি থেকে কিছু অর্গান রিমুভ করে বিক্রি করে দিয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসলেই আমরা বিস্তারিত জানতে পারব।"

"ঠিক বলেছেন স্যার, খুনি নিশ্চয় কোনো একটি অবৈধ ব্যবসায় জড়িত।"

"কিন্তু খুনের ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে এই কেসটাও আমাদের ঘুম নষ্ট করতে চলেছে।"

মহিউদ্দিন জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আমরা কি চাইলে তার হেল্প নিতে পারি না এই কেসে?"

হিমাদ্রি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কার?"

মহিউদ্দিন রহস্যময় এক মুচকি হেসে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি পত্রিকা বের করে হিমাদ্রির হাতে দিল। পত্রিকার ১ম পাতায় লেখা ছিল, "চাতুরী চৌমহুনীর একটি নির্জন জায়গা থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হলো পটিয়া কলেজের ছাত্রনেতা ফারদিন এবং তার বন্ধুদের। তাদের শরীরে ৩য় ডিগ্রি টর্চারের দাগ। তাদের গলায় একটা প্লেকার্ড ঝোলানো

ছিল। সেই প্লেকার্ডে লেখা ছিল 'আমি ফারদিন, আমি একজন ধর্ষক।' পুলিশ ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং ফারদিনসহ পটিয়া কলেজের সব গ্যাং-এর তদন্ত করা শুরু করেছে। পুলিশ ফারদিনের নামে সব ধর্ষণ কেসের পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে।" এইটুকু পড়ে হিমাদ্রি কিছুটা অবাক দৃষ্টিতে মহিউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

মহিউদ্দিন মুচকি হেসে বলল, "আমরা এই কেসে আমাদের সাথে 'কাস্তিগো'-কে নিতে পারি?"

হিমাদ্রি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, "না দরকার নেই। বাংলাদেশ পুলিশ এখনো বেঁচে আছে।"

এমনটা বলে কিছুটা বিরক্ত হয়ে গেল হিমাদ্রি।

কাস্তিগো তাকে বলেছিল, "আমার টার্গেটের সাথে আপনার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।" আর এই কথাটার অর্থ এখনো বের করতে পারল না হিমাদ্রি। এই কথাটির রহস্য শীঘ্রই বের করতে চায় হিমাদ্রি।

২ দিন আগে,

রাত ১টার পর চৌমহুনীর গলিগুলো সাধারণত একদম ফাঁকা হয়ে যায়। খুব একটা গাড়ি চলাচল করে না। তবে চৌমহুনীর মহাসড়কে ছোটখাটো বাস, ট্রাক চলাচল করে।

নির্জন এক রাস্তায় হাঁটছে মেয়েটি। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পরিবারের অর্ধেক ভরণপোষণ এবং নিজের পড়ালেখার খরচ চালায় টিউশন করে। চৌমহুনী কিছুটা গ্রামের দিকে। এখানে খুব একটা ভালো টিউশন পাওয়া যায় না। তাই প্রতিদিন চট্টগ্রাম শহরে গিয়েই টিউশন করায় সে। টিউশন করিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত ১/২টা বেজে যায়।

এত রাতে নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে ভয় লাগে তার। কিন্তু এখন তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

বাস থেকে নেমেই জোরে জোরে হাঁটছে মেয়েটি। তাকে জলদি বাসায় পৌঁছাতে হবে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে খেয়াল করল তার পিছনে একটু দূরে ৪টি ছেলে তার পিছু নিচ্ছে। মেয়েটি হাঁটার স্পিড বাড়াল। সাথে সাথে ছেলেগুলো জোরে হাটতে শুরু করল। একটা সময় গিয়ে মেয়েটি দৌড়াতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ থমকে গেল মেয়েটি। সামনে কিছু একটা দেখল সে। একটা কালো হুডি পড়া মানুষ। হাতে কালো গ্লাভস পড়া। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটির ভয় আরো বেড়ে গেল। পিছনে ৪ জন, সামনে একজন। মেয়েটির পালানোর কোনো পথ নেই এখন। হঠাৎ সে খেয়াল করল হুডি পরা সেই ছেলেটি তার পকেট থেকে একটা ছুরি বের করেছে। ছুরিটি মেয়েটির দিকে তাক করল। মেয়েটি এবার বুঝতে পেরেছে তার সাথে কী হতে চলছে।

অবশেষে ধর্ষকদের কবলে পড়ে গেল। পালানোর আর কোনো উপায় নেই। হুডি পরা ছেলেটি তার হাতের ছুরিটি মেয়েটির দিকে ছুড়ে মারল। মেয়েটি চিৎকার চোখ বন্ধ করে মুখে হাত দিয়ে দিল। হঠাৎ খেয়াল করল ছুরিটি তার কাছে আসেনি। পিছনে ফিরে দেখল ছুরিটি ৪ জন ছেলের একজনের হাতে লেগেছে। আহত অবস্থায় পড়ে আছে সে। পুরো হাতটি রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। হুডি পরা ছেলেটি আর কেউ নয় বরং সে হলো 'কাস্তিগো'। ছেলেগুলো কিছু একটা করবে তার আগেই 'কাস্তিগো' আরো একটি ছুরি নিক্ষেপ করল। সেটি গিয়ে লাগল আরেকজনের পায়ে। আরেকজন ছেলে কাস্তিগোর সামনে এসে একটি ঘুসি মারতে গেলেও 'কাস্তিগো' হাত দিয়ে ঘুসির মুঠো ধরে উল্টো সেই ছেলের মুখেই জোরে একটি ঘুসি মেরে দেয়। একদম মাটিতে লুটে পড়ে ছেলেটি। বাকি আরেকজন কিছু করার আগেই পেছন থেকে আরো একজন কালো হুডি পরে ২ জন ছেলেকে তাক করে রেখেছে। 'কাস্তিগো' মেয়েটির কাছে আসল। মেয়েটি দেখেই বুঝতে পারল ২ জন কালো হুডি পরা ছেলের মধ্যে এটাই হয়তো লিডার। 'কাস্তিগো' মেয়েটির সামনে এসে বলল, "আপনি এখন চলে যেতে পারবেন শান্তিতে।"

মেয়েটি মুচকি হেসে আবার ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু আপনারা কারা?"

পিছন থেকে অপর এক কালো হুডি পরা ছেলেটি বলল, "কাস্তিগো" ..

একটু পর মেয়েটি চলে গেল। এরপর কালো হুডি পরা আরেকজন হুডি খুলল। সে হলো আব্দুল্লাহ। সাথে সাথে কিয়াস তার হুডি খুলল।

দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আব্দুল্লাহ বলল, "তোর সাথে প্রথমবারের মতো অ্যাডভেঞ্চারে আসলাম। বেশ মজা তো।"

কিয়াস মুচকি হেসে বলল, "মজা তো আরো বাকি আছে।"

আব্দুল্লাহ হালকা কাঁপা গলায় বলল, "এখন কি মেরে ফেলবি এদের?"

"মরে গেলে তো এরা মুক্তি পেয়ে যাবে। এই ৪ বখাটের লিডার হলো এই ফারদিন ছেলেটা। পটিয়া কলেজের রাজনীতির সাথে জড়িত ছেলেটা। আর আমি তাদের মুখোশের পেছনে লুকিয়ে থাকা চেহারাটা ফাঁস করার আগে তাদের মুক্তি দিতে পারি না। এবার একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করি।"